তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩০

**বস্তুগত উন্নতির পাশাপাশি গড়তে হবে মানবিক রাষ্ট্র**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে ভৌত বা বস্তুগত উন্নয়নের পাশাপাশি মানবিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার কথা বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউট অভ্‌ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) মিলনায়তনে সেভ দ্য ফিউচার ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি সম্মেলন ২০২১ এ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

 সেভ দ্য ফিউচার ফাউন্ডেশনের জনকল্যাণমুখী ও বঞ্চিত শিশুশিক্ষা কার্যক্রমের প্রশংসা করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, পরিশ্রম ও সাধনা যে মানুষকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারে, সমগ্র বিশ্বে তার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। আজকের সংগ্রামী শিশুরা একদিন সফল মানুষ হবে। আর সেজন্য শুধু বস্তুগত উন্নয়ন হলেই চলবে না, গড়তে হবে মানবিক রাষ্ট্র। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন, তা বাস্তবায়নে এর বিকল্প নেই।

 সেভ দ্য ফিউচার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শাফি মুদ্দাসের খান জ্যোতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কাজী মনিরুল ইসলাম মনু এমপি ও আক্তারুজ্জামান বাবু এমপি বিশেষ অতিথি এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালক গোলাম মোস্তফা মজুমদার প্রধান আলোচকের বক্তব্য দেন।

**এটিএম শামসুজ্জামানের অন্তিম শয়ানে তথ্যমন্ত্রী**

 এর আগে বিকেলে তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ সদ্যপ্রয়াত দেশবরেণ্য চলচ্চিত্র অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামানের মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে রাজধানীর সূত্রাপুর কমিউনিটি সেন্টারে যান।

 মন্ত্রী প্রয়াতের অন্তিম শয্যায় পুষ্পিত শ্রদ্ধা অর্পণ শেষে পাশে দাঁড়িয়ে তার আত্মার শান্তি কামনা করে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করেন ও কিছু সময় নীরবে অবস্থান করেন।

 উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমৃত্যু শিল্পের কল্যাণে কাজ করে যাওয়া এটিএম শামসুজ্জামানের অভিনয় দক্ষতা দর্শকদের মুগ্ধ করে রেখেছে। এদেশের মানুষের স্মৃতিতে তিনি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন।

 বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা, বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত হোসেন টয়েল প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৯

**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনে ডিএসসিসির প্রস্তুতি ও কর্মসূচি**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন নির্বিঘ্ন করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম, ভাষা শহিদদের আজিমপুর কবরস্থানের কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ এবং ভাষা শহিদ-সৈনিকগণের অবদান ও তৎপরবর্তী বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ে যেসকল ব্যক্তিবর্গ ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের নিয়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

 অমর একুশে ফেব্রুয়ারি পালনে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিএসসিসির যান্ত্রিক সার্কেল হতে রাজধানীর দোয়েল চত্বর হতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার হয়ে পলাশী মোড়সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্পাশে রোড মার্কিং, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। আগত দর্শনার্থীদের জন্য তিনটি "মোবাইল টয়লেট" লরি সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও ডিএসসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ও এর আশপাশের এলাকায় বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ও এর আশপাশের এলাকার রাস্তায় বৈদ্যুতিক বাতি সচল রাখার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পন্ন করা ও বৈদ্যুতিক বাতি সচল রাখার কার্যক্রমে সব ধরনের তাৎক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার সংলগ্ন এলাকায় খোলা হয়েছে ডিএসসিসির কন্ট্রোল রুম।

 এদিকে আজ রাত এগারোটায় রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে ডিএসসিসির অঞ্চল-৩ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা বাবর আলী মীরের নেতৃত্বে ভাষা শহিদ আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার ও শফিউর রহমান এবং শহিদ মিনারের নকশাকার শিল্পী হামিদুর রহমানের কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হবে।

 একুশের প্রথম প্রহরে, আজ রাত ১২.০১টায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার বেদীতে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরীসহ ডিএসসিসির বিভাগীয় প্রধানগণ এ সময় ডিএসসিসি মেয়রের সাথে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবেন।

 তাছাড়াও আগামীকাল (২১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টায় রাজধানীর গেন্ডারিয়ার জহির রায়হান নাট্যমঞ্চে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছ। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ডিএসসিসি মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ২০২১ সালে একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনয়শিল্পী রাইসুল ইসলাম আসাদ ও সালমা বেগম সুজাতা।

 ভাষা শহিদদের প্রতি কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষজনের আগমনে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে সার্বিক প্রস্তুতি প্রসঙ্গে ডিএসসিসির প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এয়ার কমডোর মোঃ বদরুল আমিন বলেন, ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকা শহরের মানুষজনের পদচারণায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকাটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়। তাঁদের সেই পদচারণা নির্বিঘ্ন ও একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে এই এলাকায় বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

 প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে ডিএসসিসির যান্ত্রিক সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আনিসুর রহমান বলেন, আমরা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চতুর্পাশের এলাকায় রোড মার্কিং এবং ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সংস্কার করেছি। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তিনটি মোবাইল টয়লেট লরি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিটি লরিতে পাঁচটি করে আলাদা আলাদা কম্পার্টমেন্ট আছে।

#

আবু নাছের/নাইচ/রেজুয়ান/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৮

**অভিনেতা এ টি এম শামসুজ্জামানের মৃত্যুতে গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী এবং**

**পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়কের শোক**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনেতা এ টি এম শামসুজ্জামানেরমৃত্যুতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

 আজ পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

রেজাউল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/২০২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৭

**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মোবাইলে**

**বাংলা খুদে বার্তার খরচ অর্ধেক**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মোবাইলে বাংলা এসএমএস বা খুদে বার্তা খরচ অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। গ্রামীণ ফোন ও টেলিটক এর গ্রাহকরা আজ থেকেই এই সুবিধা পাবেন। রবি ১৫ মার্চ ও বাংলা লিংকের গ্রাহকরা ৩১ মার্চ থেকে এই সুবিধার আওতায় আসবেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের উদ্যোগে বাংলা এসএমএস এর খরচ অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় বিটিআরসি মিলনায়তনে বিটিআরসি, অ্যামটব এবং মোবাইল অপারেটরদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে অর্ধেক খরচে বাংলা এসএমএস উদ্বোধন করেন। বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব
মোঃ আফজাল হোসেন, গ্রামীণ ফোনের সিইও ইয়াসির আজমানসহ বিটিআরসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, বাংলাভাষার জন্য রক্ত দিয়ে বাংলাভাষাভিত্তিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার পর আমাদের নৈতিক দায়িত্ব সর্বত্র বাংলা চালু করা। তিনি মোবাইলে বাংলা এসএমএস এর মূল্য অর্ধেক করায় বিদেশি তিনটি মোবাইল কোম্পানির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তারা বাণিজ্যের প্রতি না তাকিয়ে বাংলার প্রতি তাকিয়েছেন, বঙ্গবন্ধু এবং ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি অর্থাৎ দেশে প্রায় ১৭ কোটি মোবাইল সংযোগ রয়েছে। কেবল শিক্ষিত শ্রেণি মোবাইল ব্যবহার করে তেমনটিও নয়।তিনি সার্বজনীন বোধগম্য ভাষায় মোবাইল এসএমএসকে একটি কার্যকর যোগাযোগ হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং মোবাইল অপারেটরদের পক্ষ থেকেও গ্রাহকদের জন্য পাঠানো এসএমএস বাংলায় পাঠানোর পরামর্শ দেন। মোবাইল অপারেটরগণ গ্রাহকদের বাংলায় এসএমএস পাঠানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

 কম্পিউটারে বাংলাভাষার উদ্ভাবক মোস্তাফা জব্বার মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাকে পৃথিবীর চতুর্থতম মাতৃভাষা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, পৃথিবীর ৩৫ কোটি মানুষের ভাষা হচ্ছে বাংলা। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ নেই। হলহ্যাড নামে একজন ইংরেজ ব্রিটিশ শাসনামলে ফার্সির বদলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা এবং পরে ১৯১৮ সালে ড. মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছিলেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেননি, তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বিদেশিদের সাথে যোগাযোগ ছাড়া সর্বত্র বাংলায় দাপ্তরিক যোগাযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ইন্টারনেটে বাংলা লেখার ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা ছিলো কিন্তু আইক্যান ও ইউনিকোডের সাথে সরকারের সুদৃঢ় উদ্যোগের ফলে আমরা তা অতিক্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছি বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

 বক্তারা বাংলায় এসএমএস এর মূল্য অর্ধেকে নামিয়ে আনার উদ্যোগকে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন।

#

শেফায়েত/নাইচ/রেজুয়ান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৬

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১ হাজার ১৪৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩৫০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৪৩ হাজার ২৪ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৫জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৩৪২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ৯০ হাজার ৮৯২ জন।

#

দলিল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৮৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৫

**তাঁতিদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং মূলধন সরবরাহ নিশ্চিতে কাজ করেছে সরকার**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বলেছেন, তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং মূলধন যোগানের কষ্ট দূর করার জন্য সরকার কাজ করেছে।

 আজ নারায়্ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বেসিক সেন্টার এ ‘তাঁতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তাঁতি কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ শাহ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে রূপগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ শাহজাহান ভূইয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহ্ নূসরাতসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন প্রমুখ।

 মন্ত্রী বলেন,  তাঁতিদের চলতি মূলধনের চাহিদা মিটাতে ‘তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ২০২০) ৪৬ হাজার ৬৪৫ জন প্রান্তিক তাঁতিকে ৯ হাজার ৬৮৭ দশমিক ৩৫ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পদ্মা সেতু সংলগ্ন মাদারীপুরের শিবচর ও শরীয়তপুরের জাজিরায় নির্মিত হচ্ছে শেখ হাসিনা তাঁত পল্লী। রূপগঞ্জ বেসিক সেন্টারের পাশে তাঁত গবেষণা কেন্দ্র হবে। রূপগঞ্জে আরেকটি জামদানি পল্লী স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে তাতিঁদের সুতা রংসহ বিভিন্ন কাঁচামালের সুবিধা দেয়া হবে। নির্মিত হবে আন্তর্জাতিকমানের প্রর্দশনী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

 মন্ত্রী বলেন, এ এলাকাসহ দেশের সকল তাঁতিদের রক্ষা করার জন্য সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সহজ শর্তে যে পরিমাণ ঋণ নিয়ে তাঁতিরা টিকে থাকতে পারে সেই পরিমাণ ঋণের  ব্যবস্থা তাঁত বোর্ড করবে ।

 মন্ত্রী বলেন, তাঁতশিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্যের ধারক। এ শিল্পে  প্রত্যক্ষ প্রায় ৯ লাখ এবং পরোক্ষভাবে ৬ লাখ মোট ১৫ পনেরো লাখ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। বছরে ৪৭ দশমিক ৪৭৪ কোটি মিটার কাপড়  উৎপাদনের মাধ্যমে তাঁতশিল্প দেশের মোট বস্ত্র চাহিদার প্রায় ২৮ ভাগ পূরণ করে থাকে।

 উল্লেখ্য, সর্বশেষ তাঁত শুমারী অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার ৪০ শতাংশ তাঁত শিল্প যোগান দিয়ে থাকে। এ শিল্পের বার্ষিক উদপাদনের পরিমাণ ৬৮ দশমিক ৭০ শতাংশ। আর জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজনের দিক থেকে তাঁত শিল্প খাতের অবদান ১২২৭ কোটি টাকার । আরও জানা গেছে, দেশে বিদ্যমান ১ লাখ ৮৩ হাজার ৫১২টি তাঁত ইউনিটে মোট হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ৫ লাখ ৫ হাজার ৫৫৬টি। এর মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ৩ লাখ ১১ হাজার ৮৫১টি।

#

সৈকত/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৪

**দেশে একসাথে ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক**

 **কেন্দ্র নির্মাণ অবিস্মরণীয় ঘটনা**

 **--ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, ৯ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে  দেশের প্রতিটি উপজেলা ও জেলায় একটি করে মোট ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

 প্রতিমন্ত্রী আজ উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত ইসলামপুর (জামালপুর জেলা) উপজেলায় চিনাডুলী ও বেলগাছা ইউনিয়নের গুচ্ছগ্রামের মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুখে-দুঃখে সব সময় জনগণের পাশে থেকে এদেশের মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে অনগ্রসর মানুষের সেবায় খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ, আবাসন, আর্থিক ভাতাসহ নানাবিধ সামাজিক কল্যাণমূলক সুবিধা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরো বলেন, বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কঠিন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে  নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন তা  নজিরবিহীন। তিনি দেশের মানুষের জন্য বিনামূল্যে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল মানুষ করোনার টিকা গ্রহণ করতে পারবে।

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলেন, মুসলিম বিশ্বের কোন দেশে সরকারি ব্যয়ে একসাথে এত মসজিদ নির্মিত হয়েছে কি না তা আমার জানা নেই।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী হজ ব্যবস্থাপনার অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছেন। তিনি ডিজিটাল হজ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছেন। হজযাত্রীগণ বাংলাদেশেই সৌদি আরবের ইমিগ্রেশনের  কাজ সম্পন্ন করছেন।

 উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মাজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ইসলামপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম জামাল আব্দুন নাছের (বাবুল), ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক আকন্দ, ভাইস চেয়ারম্যান রোজিনা আক্তার চায়না, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মেহেদী হাসান, জামালপুর জেলা পরিষদের সদস্য ওয়ারেছ আলী, চিনাডুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস ছালাম প্রমুখ।

 অনুষ্ঠানে ৫৮০ জন গুচ্ছগ্রামবাসীর মাঝে  প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ করা হয়।

#

আনোয়ার/নাইচ/রেজুয়ান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৩

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন**

**কমিটির উদ্যোগে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ই-পোস্টার প্রকাশ**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য একটি ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভাষা শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে বঙ্গবন্ধুর উক্তি নিয়ে ই-পোস্টারের শিরোনাম করা হয়েছে ‘আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা - জয় বাংলা।’

#

মোহসিন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২২

চাষের নতুন পদ্ধতি ‘সমলয়’

**যন্ত্রের ব্যবহার বাড়বে, কমবে সময়, শ্রম ও খরচ**

 **---কৃষিমন্ত্রী**

ধনবাড়ী (টাঙ্গাইল), ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নেয়া হয়েছে ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার প্রকল্প। পাশাপাশি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে দক্ষ জনবল তৈরিতে ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে কৃষি প্রকৌশলীর ২৮৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে । কিন্তু আমাদের দেশে ক্ষেতগুলো ছোট ছোট। এছাড়া, কৃষকেরা বিভিন্ন জমিতে বিভিন্ন সময়ে চারা রোপণ করে। ফলে কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার সঠিকভাবে করা যায় না। ‘সমলয়’ পদ্ধতিতে চাষ করলে যন্ত্রের ব্যবহার সহজতর হবে। কৃষকের সময় ও শ্রম খরচ কমবে। কৃষক লাভবান হবে।

 মন্ত্রী আজ টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে কেন্দুয়া গ্রামে ‘সমলয় পদ্ধতিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ৫০ একর জমিতে/ ব্লকে ধানের চারা রোপণ উদ্বোধন ও কৃষক সমাবেশে’ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

 মন্ত্রী বলেন, রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে প্রতি একর জমিতে ১ ঘণ্টায় ধানের চারা রোপণ করা যায়। এর ফলে একর প্রতি কৃষকের খরচ কমবে ৪৫০০ টাকা। আগামী ৪-৫ বছর পরে কেউ হাতে ধান রোপণ করবে না বলে এসময় তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 কৃষক সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহ। এছাড়া বিএডিসির চেয়ারম্যান মোঃ সায়েদুল ইসলাম, ব্রির মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

 ‘সমলয়’ চাষের এক নতুন পদ্ধতি। সবাই মিলে একটি ব্লকে/মাঠে একসঙ্গে একই জাতের ধান একই সময়ে যন্ত্রের মাধ্যমে রোপণ করা হয়। বীজতলা থেকে কর্তন, সকল প্রক্রিয়া যন্ত্রের সাহায্যে সমসময়ে সম্পাদন করা হয়। এ পদ্ধতিতে ধান আবাদ করতে হলে চারা তৈরি করতে হয় ট্রেতে। ট্রেতে চারা উৎপাদনে জমির অপচয় কম হয়। রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে চারা একই গভীরতায় সমানভাবে লাগানো যায়। কৃষক তার ফসল একত্রে মাঠ থেকে ঘরে তুলতে পারে। কারণ, একসঙ্গে রোপণ করায় সব ধান পাকবেও একই সময়ে। তখন ধান কাটার মেশিন দিয়ে একই সঙ্গে সব ধান কর্তণ ও মাড়াই করা যাবে। এসব কারণে সমলয় পদ্ধতিতে যন্ত্রের ব্যবহার সহজতর ও বৃদ্ধি হবে। ফলে, ধান চাষে সময়, শ্রম ও খরচ কম লাগবে তেমনি উৎপাদনও হবে বেশি।

 এছাড়া মন্ত্রী ধনবাড়ীর বিরতারা ইউনিয়নের হাতিবান্ধা বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনে ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন (ব্যারিড লাইন) পরিদর্শন ও উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে হাতিবান্ধা বিলের মাঠের ৩০০ একর জমির জলাবদ্ধতা দূর হবে। এক ফসলি জমি দুই বা তিন ফসলি জমিতে রূপান্তর হবে।

#

আনোয়ার/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৭৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২১

**বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষ আল জাজিরার তথাকথিত প্রতিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করেছে**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

দিনাজপুর, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ যখন সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আল জাজিরার মাধ্যমে বাংলাদেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। আল জাজিরাকে ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্ব দরবারে সমালোচিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষ আল জাজিরার তথাকথিত প্রতিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুর ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু জাতীয় শিশু কিশোর মেলা দিনাজপুর জেলা শাখা আয়োজিত শিশু কিশোর সমাবেশ, আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে আল জাজিরা বিশ্বের কুখ্যাত সন্ত্রাসী বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার প্রচার করে ব্যবসা করেছে, আল কায়েদার সাথে যাদের যোগাযোগ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী দাউদ ইব্রাহিমের সাথে যাদের যোগাযোগ-তাদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক থাকতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মানুষের সাথে আল জাজিরার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। তিনি এসব ষড়যন্ত্রকারীদের ব্যপারে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

 বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা দিনাজপুরের সভাপতি শাহজাহান নভেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) মোঃ সানিউল আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আজিজুল ইমাম চৌধুরীসহ জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

 প্রতিমন্ত্রী পরে আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

#

জাহাঙ্গীর/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৭৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২০

**অভিনেতা এ টি এম শামসুজ্জামানের মৃত্যুতে মন্ত্রীগণের শোক**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনেতা এ টি এম শামসুজ্জামানেরমৃত্যুতে মন্ত্রীবর্গ গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

 শোকপ্রকাশকারী মন্ত্রীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, বানিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন, ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, রেলপথ মন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

 এছাড়া, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্ণেল (অব:) জাহিদ ফারুক,
তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী এবং পানিসম্পদ উপমন্ত্রী গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

 পৃথক পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

মারুফ/শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১৪২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর: ৮১৯

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা**

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

          জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত গতকালের অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজন হলেন: কক্সবাজারের মো. শামছুল আলম সিফাত, মাগুরার অমৃত বিশ্বাস, গাইবান্ধার প্লাবন মন্ডল, ময়মনসিংহের আবদুল্লাহ আল মাসুদ এবং নীলফামারীর সাবরা খাতুন।

         গতকালের কুইজে ৭৩ হাজার ৬২৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

          স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১৩১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১৮

**এটিএম শামসুজ্জামানের মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 প্রতিভাবান অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 তিনি মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 শোকবার্তায় তথ্যমন্ত্রী বলেন, সর্বজননন্দিত শিল্পী এটিএম শামসুজ্জামান তার অনন্য অভিনয়শিল্পের মাধ্যমে দেশের মানুষের হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

 উল্লেখ্য, ১৯৪১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর নোয়াখালীর দৌলতপুরে নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণকারী এটিএম শামসুজ্জামান ১৯৬১ সালে পরিচালক উদয়ন চৌধুরীর ‘বিষকন্যা’ সিনেমায় সহকারী পরিচালক হিসেবে প্রথম কাজ শুরু করেন। তিনি প্রথম কাহিনি ও চিত্রনাট্য লিখেছিলেন ‘জলছবি’ সিনেমার জন্য। অভিনেতা হিসেবে এটিএম শামসুজ্জামানের অভিষেক ১৯৬৫ সালে। ১৯৭৬ সালে আমজাদ হোসেন পরিচালিত ‘নয়নমণি’ চলচ্চিত্রে খলনায়ক হিসেবে অভিনয় করে তিনি আলোচনায় আসেন। চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ আজীবন সম্মাননাসহ ছয়বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে এবং ২০১৫ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন।

#

আকরাম/শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১৭

**একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনেতা এ টি এম শামসুজ্জামান এর মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 একুশে পদকপ্রাপ্ত দেশবরেণ্য অভিনেতা এ টি এম শামসুজ্জামান এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

 প্রতিমন্ত্রী শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী-আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 শোকবার্তায় তিনি বলেন, এ টি এম শামসুজ্জামান তাঁর সুনিপূণ অভিনয়শৈলীর মধ্য দিয়ে টিভিনাটক ও চলচ্চিত্র-অঙ্গনে বিশেষ স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। কিংবদন্তি এ অভিনেতা তাঁর সৃজনশীল অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শক-হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

#

ফয়সল/শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১১৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১৬

**বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ-কার্যক্রম**

 **-রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা**

নিউইয়র্ক, ২০ ফেব্রুয়ারি :

 জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেছেন, কোভিড-১৯ এর সংকটে সবচেয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে অভিবাসী শ্রমিকগণ। এটি সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান অসমতা ও বৈষ্যমেরই প্রকাশ। পশ্চাদপদ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য সুযোগ তৈরি করা খুবই প্রয়োজন।

 গতকাল নিউইয়র্কে ‘বিদ্যমান অসমতা: এসডিজি’র কার্য-দশকে সকলের জন্য বর্ণবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ ও বৈষম্য দূরীকরণ’ শীর্ষক অর্থননৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) উচ্চপর্যায়ের বিশেষসভায় বক্তৃতাকালে তিনি একথা বলেন ।

 তিনি বলেন, কোভিড-১৯ এর ফলে বিশ্বজুড়ে বর্ণবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ, বিদ্বেষপ্রসূত বক্তব্যের প্রভাবসহ ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দূরাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ‘কেউ পিছে পড়ে থাকবে না’ এই লক্ষ্য অর্জনে কোভিড-১৯ এর মোকাবিলার বিষয়টিকে অবশ্যই সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে।

 সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির উদাহরণ টেনে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বাংলাদেশে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ-পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বাংলাদেশের জিডিপি’র প্রায় ৩ দশমিক ৭ ভাগের সমান ১৯টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণার বাইরেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থার সক্ষমতা-বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেখানে নারী, অতিদারিদ্র্য, ভাসমান জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য দূর্দশাপীড়িত জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

 অংশীজনদের আন্তরিক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা-গ্রহণের মাধ্যমে তিনি দারিদ্র্য, সহিংসতা, বৈষম্য, বর্জন এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবসহ অসমতার মূল কারণগুলো সমাধান করার আহ্বান জানান।

 ইভেন্টটে ইকোসকের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীসহ উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

#

শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৪৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১৫

**শহিদ দিবসে পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় অনুসরণীয় স্বাস্থ্যবিধি**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 কোভিড-১৯ পরিস্থিতি-বিবেচনায় ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ এ শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে অনুরোধ জানিয়েছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

 স্বাস্থবিধি অনুসরণের প্রধান নিয়মসমূহ :-

* প্রতিটি সংগঠনের পক্ষ হতে সর্বোচ্চ ৫ জন প্রতিনিধি এবং ব্যক্তিপর্যায়ে একসাথে সর্বোচ্চ ২ জন শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে পারবেন;
* শহিদ মিনারের সকল প্রবেশমুখে হাতধোয়ার জন্য বেসিন ও লিকুইড সাবান রাখতে হবে;
* শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে;
* মাস্কপরা ব্যতিরেকে কাউকে শহিদ মিনার-চত্বরে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না;
* শহিদ মিনারচত্বরে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কাউট/গার্লস গাইড/স্বেচ্ছাসেবক সদস্য নিয়োজিত করতে হবে এবং তাদের কাছে হ্যান্ড-স্যানিটাইজার ও মাস্ক সরবরাহ করতে হবে, যাতে আগত জনসাধারণ হ্যান্ড-স্যানিটাইজ করে শহিদ মিনারে প্রবেশ করতে পারেন। কেউ মাস্ক না নিয়ে এলে তাদের মাস্ক সরবরাহ করতে হবে।

#

শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১১০০ ঘণ্টা

Handout Number : 814

**Prime Minister’s Message on the Martyrs**' **Day**

**and International Mother Language Day**

Dhaka, 20 February :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the great Martyrs' Day and International Mother Language Day :

 “On the occasion of the great Martyrs' Day and International Mother Language Day, I extend my sincere greetings to the people of all languages and cultures of the world, including Bangla. UNESCO has been celebrating this day with due dignity since 2000 with Bangladesh. Like every year, they have set a theme for this day- ‘Fostering multilingualism for inclusion in education and society’, which 1 think is very timely.

The importance of the language movement in the history of the Bangali liberation struggle is immense. Through this movement, the foundation for the inception of a non-communal, democratic, language-based nation/state system was laid. On this day in 1952, Abul Barkat, Abdul Jabbar, Abdus Salam, Rafiquddin Ahmad, Shafiur Rahman and many others sacrificed their lives to protect the dignity of our mother language Bangla. Today, I pay my deep tributes to the memory of the martyrs of all languages, including Bangla. I remember with the utmost respect all the language hero, including the greatest Bangali of all time, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who led the struggle for the dignity of the Bangla language, whose visionary historical decisions and supreme sacrifices have saved the existence of our mother land and people.

The turbulent days of the language movement in the glorious historical records of the Bangali from 1947 to 1952 have been serving as a source of inspiration in our national life from time and again. Behind every achievement in the protection of the interests of the peace-loving people of this region lies the history of blood-shedding struggle and the sacrifices of countless lives. The Father of the Nation has been repeatedly imprisoned for leading the language movement. At the Education Conference held in Karachi on 27 November 1947, a recommendation was accepted to make Urdu the state language of Pakistan. When the news reached Dhaka, the students of Dhaka University immediately protested in front of Khawaja Nazimuddin's residence. Shortly afterward, Sheikh Mujib, a law student of Dhaka University, used his organizational experience to play a very key role in the establishment of the Chhatra League in Dhaka on 4 January 1948. In the first session of the Constituent Assembly on 23 February, Dhirendra Nath Datta of Comilla moved an amendment proposal demanding the inclusion of Bangla as the language of the Assembly. Rejecting the proposal, Khawaja Nazimuddin declared in the Legislative Assembly that the people of East Bengal would accept Urdu as the state language. But to counter the reckless decision of Nazimuddin, an all-party Chhatra Sangram Parishad was formed on 2 March at Fazlul Haque Hall of Dhaka University comprising Chhatra League, Tamaddun Majlish and other parties. Many language heroes, including Sheikh Mujib, were arrested in front of the Secretariat for leading the strike on 11 March and were released on 15 March. The day after their release, on 16 March, the students again besieged the provincial council building under the leadership of Sheikh Mujib, and many were injured by police baton charges. On 21 March, Jinnah spoke out boastfully against the Bangla language and in favor of Urdu at the Dhaka Racecourse Ground. When Urdu was declared the state language of Pakistan at the students' convocation on 24 March at Curzon Hall, the students immediately protested.

To transform the language movement into a national campaign, Sheikh Mujib organized a nationwide tour plan and participated in a massive campaign, and addressed rallies. He was arrested from Faridpur on 11 September and released on 21 January 1949. He was arrested again on 19 April and released in July. He was arrested on 14 October 1949 and released on 27 February 1952. Undoubtedly, Sheikh Mujib had been in touch with language heroes and Chhatra League leaders from 1st January 1950, in Dhaka Central Jail and had given various suggestions to add momentum to the movement. He sent news through three messengers on 3 February, called for a nationwide strike on 21 February, and marching around the meeting venue of the executive council. That announcement was made after the students' procession on 4 February. When Sheikh Mujib declared a hunger strike at this stage, on 16 February the jail authorities transferred him from Dhaka to Faridpur Jail.

Please Turn Over

-2-

The budget session of the East Bengal Executive Council was scheduled for 21 February 1952. On the advice and instructions of Sheikh Mujib, a general strike was called all over the country on that day. To deal with the situation, the Muslim League government had issued Section 144 for one month in Dhaka city from 20 February and banned all kinds of meetings, rallies, processions etc. Students gathered at Dhaka University violated Section 144 and when the police fired indiscriminately, some lives were lost in the blink of an eye, many were injured and many were arrested. Several members of the provincial council walked out of the session room. The next day, on 22 February, a spontaneous strike was observed in Dhaka. The government called for the army, imposed curfew, and the Bangla language resolution was passed in the provincial assembly.

 On 8 March 1954, the Awami League led United Front won the election with the boat symbol. Awami League members started pressuring to make Bangla the state language. Meanwhile, on 30 May, the Governor of Pakistan dissolved the United Front cabinet by issuing Section 92(a). All the leaders including Sheikh Mujib were arrested. In 1956, the Awami League reconstituted the cabinet, gave Bangla the status of the state language, declared 21st February as Martyr's Day, and declared it a public holiday. It was that the same government took up the first projects to build the Shaheed Minar, publish literary and science books from the Bangla Academy and invent Bangla typewriters. Unfortunately, with the imposition of military rule on 7 October 1958, those aspirations were no longer fulfilled.

 In independent Bangladesh, the Father of the Nation directed the use of Bangla in all official activities. He made Bangla the state language in the constitution. He delivered a speech at the United Nations in Bangla and placed our mother language to a dignified position in the world assembly. During the 1996-2001 term of our government, Rafiq and Salam, two Bangladeshi expatriates from Canada, along with some members of the international community formed the 'Mother Language Preservation Committee'. They sent a proposal to the United Nations to celebrate International Mother Language Day on 21st February. Since the UN does not take cognizance of any personal proposal, they suggested sending the proposal to UNESCO from the state. When we knew, we did not have much time; we contacted the Committee for the Preservation of the Mother Language and sent our proposal to UNESCO through a quick fax message on 9 October 1999, while we had to decide within 24 hours. We seek the supports of member states through our embassies. As a result, on 17 November 1999, UNESCO recognized 21st February as 'International Mother Language Day'. We have established the International Mother Language Institute. We have taken initiatives to preserve endangered languages and protect their dignity. We have ensured the use of the Bangla language in the ICT. We have introduced textbooks for ethnic groups in five languages at the primary level. We are trying to get Bangla recognized as the official language of the United Nations. A particular group of people is found always active in denigrating the contribution of the Father of the Nation in the flourishing of Bangali identity and establishing the dignity of the Bangla language. With the publication of the Unfinished Memoire of the Father of the Nation and the Secret Documents of Intelligence Branch of Pakistan, it has been possible to frustrate all such malpractices.

 Based on a particular spirit, we have established the right to language and on the same spirit, we have achieved our independence. In the last 12 years, we have made tremendous progress in every area of the socio-economic sector of the country, embracing that particular ethos and the logos of the Father of the Nation. Bangladesh is a role model of development in the world today. We are celebrating ‘the year 2020-21 as Mujib Year’. Next month we will celebrate the golden jubilee of independence. We have prepared the second perspective plan, 2021-2041 for the next 20 years period and have adopted the 8th Five Year Plan. Insha Allah, soon we will establish the developed, prosperous and non-communal 'Golden Bangladesh' as per the dream of the Father of the Nation.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever.”

#

Emrul/ Shah Alam/Kamal/Rezzakul/Shamim/2021/1306 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১৩

**মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল মহান ‘শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। বাংলাদেশের সঙ্গে ইউনেস্কো ২০০০ সাল থেকেই এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করে আসছে। প্রতিবছরের মতো এবারও তারা এ দিবসটির জন্য একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে, যার মর্মার্থ হলো, ‘শিক্ষায় এবং সমাজে বহুভাষার অন্তর্ভুক্তি সযত্নে লালন করি’, যা আমার বিবেচনায় অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

 বাঙালি মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা-আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একটি অসম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তা/রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের ভিত রচিত হয়। ১৯৫২ সালের এ দিনে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ-উৎসর্গ করেছিলেন আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমদ, শফিউর রহমানসহ আরও অনেকে। এ দিনে আমি বাংলাসহ বিশ্বের ভাষা-শহিদগণের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি বাংলাভাষার মর্যাদাপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল ভাষাসৈনিককে, যাঁদের দূরদর্শী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের মা, মাটি ও মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা হয়েছে।

 ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ বাঙালির গৌরবময় ঐতিহাসিক দলিলে ভাষা-আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলো কালে-কালে আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। এতদঞ্চলের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের স্বার্থসুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি অর্জনের পেছনে রয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও অগণিত মানুষের আত্মত্যাগের ইতিহাস। জাতির পিতা ভাষা-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বারবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষাসম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ গৃহীত হয়। ঢাকায় এ খবর পৌঁছালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনের সামনে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে। এর কিছুদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনবিভাগের ছাত্র শেখ মুজিব তাঁর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ঢাকায় ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলে এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করে খাজা নাজিমুদ্দিন আইনপরিষদে ঘোষণা দেয়, পূর্ববাংলার জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে। কিন্তু নাজিমুদ্দিনের এই হঠকারী সিদ্ধান্তকে প্রতিহত করতে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস এবং অন্যান্য দলের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১১ মার্চের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শেখ মুজিবসহ অনেক ভাষাসৈনিক সচিবালয়ের সামনে থেকে গ্রেফতার হন এবং ১৫ মার্চ মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পরদিন অর্থাৎ ১৬ মার্চ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পুনরায় ছাত্ররা প্রাদেশিক পরিষদভবন ঘেরাও করে, এখানে পুলিশের লাঠিচার্জে অনেকেই আহত হন। ২১ মার্চ জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বাংলাভাষার বিরুদ্ধে এবং উর্দুর স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখে। ২৪ মার্চ কার্জন হলে ছাত্রদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দিলে, ছাত্ররা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে।

 ভাষা-আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপদান করতে শেখ মুজিব দেশব্যাপী সফরসূচি তৈরি করে ব্যাপক প্রচারনায় অংশগ্রহণ করেন এবং সভা-সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। তিনি ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার হন এবং ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবার গ্রেফতার হয়ে জুলাই মাসে মুক্তি পান। এরপর তিনি ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর গ্রেফতার হলে ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান। প্রসঙ্গতই শেখ মুজিব ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ থেকেও ভাষাসৈনিক ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং আন্দোলনকে বেগবান করার নানা পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি ৩ ফেব্রুয়ারি তিনজন দূত মারফত খবর পাঠান, ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল ডাকতে হবে এবং মিছিল করে ব্যবস্থাপক পরিষদের সভাস্থল ঘেরাও করতে হবে। ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিলশেষে এই ঘোষণা জানিয়ে দেয়া হয়। এইপর্যায়ে শেখ মুজিব আমরণ-অনশন ঘোষণা করলে ১৬ ফেব্রুয়ারি কারাকর্তৃপক্ষ তাকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করে।

-২-

 ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত ছিল। শেখ মুজিবের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী ঐদিন সারাদেশে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। পরিস্থিতি-মোকাবিলার জন্য মুসলীম লীগ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকাশহরে একমাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি এবং সকল প্রকার সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করে এবং পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে কতগুলো তাজাপ্রাণ নিমেষেই ঝরে যায়, অনেকে আহত হন, অনেকে গ্রেফতার হন। প্রাদেশিক পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। উপায়ন্তর না দেখে সরকার সেনাবাহিনী তলব করে, কারফিউ জারি করে এবং প্রাদেশিক পরিষদে বাংলাভাষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

 ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট নৌকাপ্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে নিরঙ্কুশ বিজয়লাভ করে। আওয়ামী লীগ সদস্যগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এরই মধ্যে ৩০ মে পাকিস্তানের গভর্ণর ৯২(ক) ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়। শেখ মুজিবসহ সকল নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হন। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়, প্রথম ২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘শহিদ দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে এবং এইদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। সেই সরকারই শহিদ মিনার তৈরি, বাংলা একাডেমি থেকে সাহিত্য-বিজ্ঞানের বইপ্রকাশ এবং বাংলা টাইপ-রাইটার উদ্ভাবনের জন্য প্রথম প্রকল্প গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্য, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারির ফলে সেই আকাঙ্ক্ষাগুলো আর পূরণ হয়নি।

 স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা সকল দাপ্তরিক কাজে বাংলাভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করেন। বাংলায় জাতিসংঘে বক্তৃতা দিয়ে আমাদের মাতৃভাষাকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। আমাদের সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে কানাডাপ্রবাসী রফিক এবং ছালাম নামে দু’জন বাংলাদেশি কয়েকজন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য মিলে ‘মাতৃভাষা সংরক্ষণ কমিটি’ গঠন করে। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপনের জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব প্রেরণ করে। যেহেতু জাতিসংঘ ব্যক্তি-প্রস্তাব আমলে নেয় না, তারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি ইউনেস্কোতে প্রেরণ করার পরামর্শ দেয়। তখন আমাদের হাতে সময় ছিল না, আমরা মাতৃভাষা সংরক্ষণ কমিটি’র সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯৯৯ সালের ৯ অক্টোবর দ্রুত ফ্যাক্সবার্তার মাধ্যমে ইউনেস্কোকে আমাদের প্রস্তাব প্রেরণ করি। আমাদের দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে সদস্যরাষ্ট্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সমর্থন আদায় করি। যার ফলে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। আমরা ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করেছি। বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসংরক্ষণ ও তাদের মর্যাদারক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য প্রাথমিক স্তরে পাঁচটি ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তন করেছি। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে যেন বাংলাকে স্বীকৃতি দেয়। একটি বিশেষমহল বাংলাভাষার মর্যাদাপ্রতিষ্ঠায় এবং বাঙালিসত্তার বিকাশে জাতির পিতার অবদানকে মুছে ফেলতে সবসময়ই তৎপর। জাতির পিতার অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং পাকিস্তানের গোয়েন্দা শাখার গোপনদলিল প্রকাশের মধ্য দিয়ে সে সকল অপতৎপরতা রুখে দেয়া সম্ভব হয়েছে।

 আমরা যে চেতনায় ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি এবং একই চেতনায় স্বাধীনতা-অর্জন করেছি। সেই চেতনা এবং জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে গত ১২ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক খাতের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়ের রোল মডেল। আমরা ২০২০-২১ সাল মুজিববর্ষ উদযাপন করছি। আগামী মাসে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করবো। ২০২১-২০৪১ পর্যন্ত ২০ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ইনশাআল্লাহ, অচিরেই আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত, সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক ‘সোনার বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠা করবো।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১১৩০ ঘণ্টা

Handout Number : 812

**President's Message on the Martyrs**' **Day**

**and International Mother Language Day**

Dhaka, 20 February :

 President Md. Abdul Hamid has given the following Message on the occasion of the great Martyrs Day and the International Mother Language Day :

"On the occasion of the great ‘Shaheed Day (Martyrs' Day)’ and ‘International Mother Language Day 2021’, I extend my warm congratulations and sincere felicitations to the people and ethnic groups of different languages of the world along with Bangla-speaking people. It is a unique celebration in protecting mother tongue as well as own culture and heritage.

The great Language Movement is a memorable event in our national history. Today, I remember with profound respect, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who led Sarbodolio Rashtrobhasa Sangram Parishad (All Party State Language Action Committee), formed in 1948 and was imprisoned. I would like to recall all the language activists including the then Member of Gonoparishad (Constituent Assembly) Dhirendranath Dutta, whose farsightedness, boundless sacrifice, courage, organizational skills and instantaneous decision making resulted in the final outcome of the language movement on February 21, 1952 and consequently, the Bangalee achieved their right to the mother tongue. I pay deep homage to the language martyrs namely Salam, Barkat, Rafiq, Jabbar, Shafiur and many unknown and unsung language heroes who laid down their lives for the cause of mother tongue Bangla.

The aim of the language movement was to establish the right of our mother tongue as well as to protect our ethnicity, self-entity and cultural distinction. Being a source of ceaseless inspiration, Amar Ekushey (Immortal Shaheed Day) inspired and encouraged us to a great extent to achieve the right to self-determination, struggle for freedom and war of liberation. With the bloodshed passages of Language Movement of February, we achieved the recognition of Bangla as our mother tongue and consequently, we attained our long-cherished independence under the charismatic leadership of the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

In fact, embracing martyrdom for the cause of mother tongue is a rare incident in world history. February 21 has now been recognized by the United Nations as the ‘International Mother Language Day’ with the spontaneous willingness and sincere endeavour of Hon’ble Prime Minister Sheikh Hasina along with the primary efforts of some Bangladeshi expatriates in 1999. As the Bangalee nation, it is also a great achievement for us.

Many languages ​​in the world are now at the risk of extinction. Extinction of a language means disappearance of a culture, a nation and a civilization from the face of the earth. Therefore the world must raise the voice for protecting the language and culture of all ethnic groups, including the development of respective mother tongue and culture. International Mother Language Institute, ‍an institute for the research and preservation of the flourishing and nearly extinct languages of the world, has been established in Dhaka in 2001. Besides, textbooks and teaching methods have also been introduced for the tribes, minor races, ethnic sects and communities in our country with a view to protecting and developing their own languages and culture. At the same time, in the development of the Bengali language for which we have sacrificed our lives, emphasis should be laid on the introduction of pure Bangla at all levels.

Please Turn Over

-2-

I firmly believe that observing the International Mother Language Day will play a positive role in the development and preservation of our own language as well as in building a sustainable future through multilingual education.

The spirit of Amar Ekushey is now the incessant source of inspiration for the protection of own languages and culture of peoples of different languages in the world. Imbued with the spirit of Amar Ekushey, let the bond of friendship among multilingual people be strengthened, world’s almost defunct languages be revived and the globe be diversified in respective societies- it is my expectation on Shaheed Day and International Mother Language Day.

 Joi Bangla.

 Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Shah Alam/Kamal/Rezzakul/Shamim/2021/1108 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১১

**মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২১ ফেব্রুয়ারি মহান ‘শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “মহান ‘শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১’ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মাতৃভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যসংরক্ষণে এ দিবস উদযাপন একটি অনন্য উদ্যোগ।

 মহান ভাষা-আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ এর নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। স্মরণ করি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষা-সংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার। আমি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন-উৎসর্গকারী ভাষা শহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

 ভাষা-আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার-প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যরক্ষারও আন্দোলন। আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অমর একুশের অবিনাশী চেতনাই যুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং এরই ধারাবাহিকতায় আসে বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

 মাতৃভাষার জন্য জীবন-উৎসর্গ বিশ্বে বিরল ঘটনা। ১৯৯৯ সালে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশির প্রাথমিক উদ্যোগ এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এটিও বাঙালি হিসেবে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

 পৃথিবীতে অনেক ভাষাই এখন বিপন্ন। একটা ভাষার বিলুপ্তি মানে একটা সংস্কৃতির বিলোপ, জাতিসত্তার বিলোপ, সভ্যতার অপমৃত্যু। তাই মাতৃভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশসহ সকল জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিরক্ষায় বিশ্ববাসীকে সোচ্চার হতে হবে। বিশ্বের বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকাররক্ষায় গবেষণার জন্য ২০০১ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া দেশে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে তাদের নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সাথে যে বাংলাভাষার জন্য আমরা জীবন দিয়েছি, তার উন্নয়নে সর্বস্তরে শুদ্ধ-বাংলার প্রচলনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। নিজভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ-বিনির্মাণ করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

 বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিরক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। এ চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী মানুষের সাথে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হোক, লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো আপন মহিমায় নিজ-নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জীবিত হোক, গড়ে উঠুক নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বিশ্ব-মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ কামনা করি।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১১১০ ঘণ্টা